চর্যাপদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উপস্থাপক : অভিজিৎ শীট
শালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজ

চর্যাপদের ভাব ও ভাষা দুই-ই
বাঙালীর। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দোহা কোষ, ও ডাকার্ণবকেও হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা বলে মনে করেছিলেন।

চর্যাপদের মূল পুথিখানি ১৪ শতকের।সুনীতিকুমার মনে করেন চর্যার রচনাকাল সম্ভবত ৯৫০খ্রীষ্টীয় -১২০০ অব্দের মধ্যে রচিত।এই সময় পর্বে সিদ্ধচার্যরা আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৪৬/১\২ টি চর্যা থেকে আমরা ২৪ জন পদকর্তার নাম পাই।চর্যার ভাষা হল সান্ধ্যভাষা।চর্যাগুলিতে সহজিয়া মতবাদ ও সাধন পদ্ধতির প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে।আসলে কবিরা আধ্যাত্মকে সামনে রেখে সমাজকে দেখেছেন।

এক- আধটি চর্যা একবার দেখলেই বোঝা যায় তাদের রূপ : মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পদগুলি লেখা; পয়ারের মত অন্ত্য অনুপ্রাস বা মিল আছে।চর্যার মত প্রাচীন খণ্ড কবিতায় আমরা দেখি বাঙালীর গীতি প্রবণতা।

Thank You